সংবাদ

তারিখ ... 18 FEB 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন

চবিতে সংঘর্ষের ঘটনায় ছাত্রলীগ ও শিবির দায়ী

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্র খুনের ঘটনায় ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরকে দায়ী করে প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়েছে। গত ৯ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় এ প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়।

প্রতিবেদন জমা দেয়ার বিষয়টি স্বীকার করে প্রক্টর আবুল হাসনাত মোহাম্মদ সেলিমউল্লাহ গতকাল সাংবাদিককে বলেন, 'উপাচার্য নিজে গ্রন্থাগারের সামনে গিয়ে শিবিরের নেতাকর্মীদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু শিবির তা অমান্য করে মিছিল নিয়ে এগিয়ে যায়। ওই দিন দুই ছাত্র সংগঠন অধৈর্যের পরিচয় দেয়ায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।'

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফ ও একাধিক জ্যেষ্ঠ শিক্ষক ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু উভয় সংগঠনের নেতাকর্মীরা তা না মেনে ধারালো অস্ত্রশস্ত্র, ইট, পাথর, লাঠি, লোহার রড ও পাইপ নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফলে উভয়ের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে দুই ছাত্র নিহত ও প্রক্টরসহ অন্তত ৩৫ ছাত্র আহত হয়।

তবে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবির এ ঘটনার জন্য পরস্পরকে দায়ী করেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি আবুল মনসুর সিকদার বলেন, 'আমাদের শীর্ষ নেতারা ঢাকায় থাকার সুযোগে ছাত্রশিবির পরিকল্পিতভাবে নেতাকর্মীদের ওপর হামলা করে।' অন্যদিকে শিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি বদিউল আলম ছাত্রলীগের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'ওই দিনের সংঘর্ষের জন্য কারা দায়ী, তা সবাই জানে।'

প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের দুই সহপাঠী শিবির সমর্থক আল-আমিন ও ছাত্রলীগ সমর্থক শাহরিয়ার শাইনের কথা কাটাকাটির জের ধরে এ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

ওই দিন ইসলামের ইতিহাস বিভাগে পর্যায়ক্রমে ছাত্রলীগের ১০-১২ নেতাকর্মী ও ছাত্রশিবিরের কর্মী অনুষদ শাখার সভাপতি আবুল কালাম আজাদসহ ১৫-২০ নেতাকর্মী হাজির হয়। এরপর উভয় ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনার জের ধরে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা গোল চত্বরে অবস্থান নেয়। আর ছাত্রশিবির শহীদ আবদুর রব হল থেকে মিছিল নিয়ে গ্রন্থাগারের সামনে জড়ো হয়। এ সময় উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফ দুটি মিছিলের মাঝখানে উপস্থিত হয়ে শিবিরের নেতাকর্মীদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। পরে ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে সোহরাওয়ার্দী হল মোড়ে উপস্থিত হয়। এরপর তারা শাহ আমানত ও শাহজালাল হলের সামনে থেকে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ধাওয়া করে।

এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে থেমে থেমে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটতে থাকে। একপর্যায়ে শাহজালাল হলের পেছনের পাহাড়ে শিবির ও ছাত্রলীগের কিছু নেতাকর্মী উঠে পড়ে। সেখানে প্রতিপক্ষ গ্রুপের এলোপাতাড়ি হামলায় দুই ছাত্র গুরুতর আহত হয় এবং পরে নিহত হন। তারা ছাত্রশিবিরের নেতা। এছাড়া শিবিরের নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী হলের কয়েকটি কক্ষে ছাত্রলীগের পাঁচ-ছয় নেতাকর্মীকে লোহার রড ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারাত্মক জখম করে।

এ সময় প্রক্টরিয়াল বডিসহ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং বিপুলসংখ্যক পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।